বাণী চিত্রমের
নিবেদন
বিভূতিভূষণ
মুখোপাধ্যায়ের
G ROYS

বাণী চিত্রমের দ্বিতীয় চিত্র নিবেদন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

টনসিল

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **তপন সিংহ**

গনশা : কালী বন্দ্যোপাধ্যায়	ঘোৎনা : জহর রায়
রাজেন : ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়	গোরা : অনুপকুমার
কে, গুপ্ত : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়	ত্রিলোচন : অতনুকুমার

—: সহ ভূমিকায় :—

শ্যাম লাহা : নৃপতি চ্যাটার্জ্জী : পীযূষ বোস : হরিমোহন বোস
কেষ্ট দাস : আশু বোস : পরিতোষ রায় : অনু দত্ত
ননী মজুমদার ইত্যাদি।

—: স্ত্রী-ভূমিকায় :—

যমুনা সিংহ : মাধুরী মুখার্জ্জী : নিভাননী : করবী ব্যানার্জ্জী
নিতু বোস ও কিটি মোজেস্।

●

সংগীত পরিচালনা : শৈলেশ রায় — চিত্রগ্রহণ : অনিল ব্যানার্জ্জী
সম্পাদনা : সুবোধ রায় — গীতিকার : শিশির সেন ও পণ্ডিত ভূষণ
শিল্পনির্দ্দেশক : সত্যেন রায়চৌধুরী — শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরানী ও ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য
ব্যবস্থাপনা : প্রশান্ত ব্যানার্জ্জী ও বুলু লাডিয়া — রূপসজ্জা : প্রমথ চন্দ
স্থিরচিত্র : বুলু লাডিয়া — রসায়নাগারাধ্যক্ষ : বিজন রায়

—: সহকারী বৃন্দ :—

পরিচালনা : পীযূষ বোস ও বল্লাই সেন — সংগীত পরিচালা : মৃণাল চক্রবর্ত্তী
চিত্রগ্রহন : অমিয় সেনগুপ্ত, শিশির চ্যাটার্জ্জী, মনীশ দাসগুপ্ত — শব্দগ্রহণ : সন্তু বোস ও মহম্মদ ইয়াসিন্ — শিল্পনির্দ্দেশনা : রবি — রূপসজ্জা : জামাল
ব্যবস্থাপনা : সুনীল দত্ত ও তিনু বণিক

—: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

ডাঃ অনিল মুখার্জ্জী
ডাঃ সরোজ মুখার্জ্জী (এস, এম ক্লিনিক), হস্‌পিটাল সাপ্লাই কোং

●

ইন্দ্রপুরী ও শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে রিডস্ ও আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ফিল্ম সার্ভিসেস্ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশনা : **প্রভা পিকচার্স**

কাহিনী

গণশারও বিয়ে হয়ে গেছে পুঁটুরাণীর সঙ্গে। দলের ঘোঁৎনা, গোরাচাঁদ, ত্রিলোচন ওই কাজটা আগেই সেরে ফেলেছে। বাকী আছে কেবল রাজেন ও কে গুপ্ত। বৌ এর দল এই নিয়ে প্রায়ই হামলা করে বাকী দুজনের বিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গী এনে দেবার জন্যে। এমন সময় এক অঘটন ঘটলো। রাজেনের পাড়ায় এক দিদিমা, নাত্‌নী আর নাতিকে নিয়ে নতুন এসেছে। রাজেন সেই নাতনীকে পাঁচদিনে তিনবার দেখেই ব্যাস্, প্রেমে পড়ে গেছে। একদিন দলের আড্ডায় কে গুপ্ত ব্যাপারটা ফাঁস করে দিল। রাজেনের বাড়ী গিয়ে দেখা গেল তার উস্কো-খুস্কো প্রেমে পড়া চেহারা, উদাস দৃষ্টি আর ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে 'অহ্' আওয়াজ। হাতে একটা খাতা; সেই খাতায় 'ছায়াময়ী'র উদ্দেশে কবিতাভরা।

উপায় তো উদ্ভাবন করতে হয়, না হ'লে যে রাজেন বাঁচেনা! বন্ধুরা মহা বিপদে পড়ে' সরজমিন তদন্তে লেগে গেল। কিন্তু অবস্থা বড়ই ঘোরালো। বাড়ীর আনাচে কানাচে সব বন্ধু মিলে ঘোরাঘুরি আরম্ভ করলো, এগুবার সাহস কারই হচ্ছে না। দিদিমা বুড়ী খুব খিটখিটে, সর্বদাই নিজের মনে বিড় বিড় করে বকে। আরও একটা ব্যাপার এই, রাজেন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বটে, কিন্তু খট্‌কা লাগছে মেয়েটা বড্ড রোগা বলে।

গবেষণায় ঠিক হোল, দিদিমার সঙ্গে আলাপ করতে হবে আর ওষুধ খাইয়ে মেয়েটাকে মোটা করতে হবে। সমস্যা, কে এই দিদিমার সঙ্গে আলাপ করবে—অর্থাৎ বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে? এমন সময় গোরাচাঁদ লাফাতে লাফাতে ঘরে এসে বললে—'কেউ শীগ্‌গির গলার পৈতেটা খুলে দে'। কি ব্যাপার! কি ব্যাপার?

জানা গেল বুড়ী উপোস করে আছে, বামুন না খাইয়ে পারণ করতে পারছে না, অথচ বামুন পাওয়া যাচ্ছে না। গোরাচাঁদ বামুন বটে, কিন্তু জামার সঙ্গে পৈতে ধোপার বাড়ী চলে গেছে। ঘোঁৎনার পৈতে গেরো দিতে দিতে এত ছোট হয়ে গেছে যে মাথা দিয়ে গলে না। অগত্যা গণশা তাড়াতাড়ি জোগাল পৈতে।

পৈতে ঝুলিয়ে, নামাবলী গায়ে দিয়ে, পেতলের সাজি হাতে উদয় হোল গোরাচাঁদ দিদিমার বাড়ীতে। বাড়ীর সামনের বেলগাছ থেকে দুটো বেলপাতা নেবে কিনা জিজ্ঞাসা করলো ছায়াকে। তারপর শুরু হোল মহা খাতির আর মহা আদর, দিদিমা যেন হাতে স্বর্গ পেল। ভূরি ভোজনের পর গোরাচাঁদ সবে জমিয়েছে এমন সময় যেন তারই খোঁজে একে একে ছায়াদের বাড়ীতে উদয় হোল ঘোঁৎনা, গণশা, কে গুপ্ত ও ত্রিলোচন। ঘণ্টা খানেক হৈ হুল্লোর করে দিদিমার সঙ্গে সকলে পাতালো নাতি সম্পর্ক আর ছায়ার সঙ্গে ভাই-বোন। তারপর. দিদিমাকে পটিয়ে নিজেরা রাশ রাশ টাকা খরচ করে ছায়াকে মোটা করার জন্যে টনিক খাওয়াতে লাগলো, কিন্তু ছায়া আর মোটা হোল না।

কিছুদিন এ ভাবে গেল। এদিকে রাজেনের অবস্থা কাহিল, ছায়া মোটা না হলে সে বিয়ে করে কি করে? আর বিয়ে না হলে সে বাঁচে কি করে? এমন সময় কে গুপ্ত ছাপরা থেকে খবর নিয়ে এল যে তার দাদার শালী বাতাসী ভয়ানক রোগা ছিল, পাঁচ বছর অনেক ওষুধ খাইয়ে বাড় আর তার হোল না, বিয়ে তার হবে এ ভরসা কারো ছিল না। তারপর যেই 'টনসিল' টুকু বাদ দেওয়া, না ওষুধ, না পত্তর! ···ব্যস্! টকটক করছে রং, হাত খানেক বেড়েছে, বিয়েও হয়েছে, এখন আর চেনাই যায় না।

কিন্তু টনসিল! সেটা আবার কি? গণশা, ঘোঁৎনা, ত্রিলোচন, গোরাচাঁদ, কে গুপ্ত, রাজেন—কেউ কখনও টনসিল শোনেনি। শুধু সেটা যে কিছু এবং তা কাটলেই মোটা হয়—কে গুপ্তর কথায় এট তাদের বিশ্বাস হোল। তারপর চললো টনসিল নিয়ে তোলপাড় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাদেরই খরচায় হাসপাতালে ছায়ার 'টনসিল' কাটানো হোল। অপারেশনের পর, সব বন্ধুরা রোগীর ঘরে এমন হট্টগোল শুরু করলো যে হেড-নার্স মিস টেম্পল—অত্যন্ত চড়া মেজাজী আর অত্যন্ত মোটা—দিদিমা ছাড়া আর সবাইকে হাসপাতাল থেকে বার করে দিল। মিস টেম্পলের এমন দাপট যে অত বড় বড় সব বীরপুরুষ গণশা ঘোঁতনার দল—আর হাসপাতালে যেতে সাহসই পেলো না। হাসপাতালের বাহিরে তারা ঘুরঘুর করে, কিন্তু ছায়ার কোন খবরই পাওয়া যায় না। এই ভাবে মাসখানেক গেল।

একদিন দুপুরে ছায়াদের বাড়ীতে বন্ধুদের জটলা বসেছে—এমন সময় একটা ছ্যাকরা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। দূর থেকে দেখা গেল গাড়ী থেকে নামছে দিদিমা আর সেই মোটা সিষ্টার। সিষ্টারকে দেখেই বীরপুরুষরা যে যেদিকে পারে ল্যাজ তুলে চম্পট দিল, ফিরেও আর চাইলো না।

কিন্তু কি হোল ছায়ার? সে কি আর ফিরবে না? টন্‌সিল বাদ দিয়ে সে কি একেবারে অশরীরী হয়ে গেল? বেচারা রাজেন! তার প্রেমে পড়ার সাধ, খাতার পর খাতা কবিতা লেখা, সবই কি মাঠে মারা যাবে?

রাজেনকে নিয়ে সমস্যা হয়ে উঠলো আরও গুরুতর, অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তার বাঁচা কঠিন! প্রেম-জ্বরে জর জর হয়ে সে ঝাঁজরা হয়ে গেল যে! রাজেন কে গুপ্তকে বললো—অফ! তোর ছাপরার দাওয়াই ছেড়ে এই হাল হোল! দে তুই আমার আগের ছায়াকে এনে। কিন্তু কে গুপ্ত কি আর রাজেনের 'ছায়া'কে শেষ পর্য্যন্ত এনে দিতে পারলো?.....

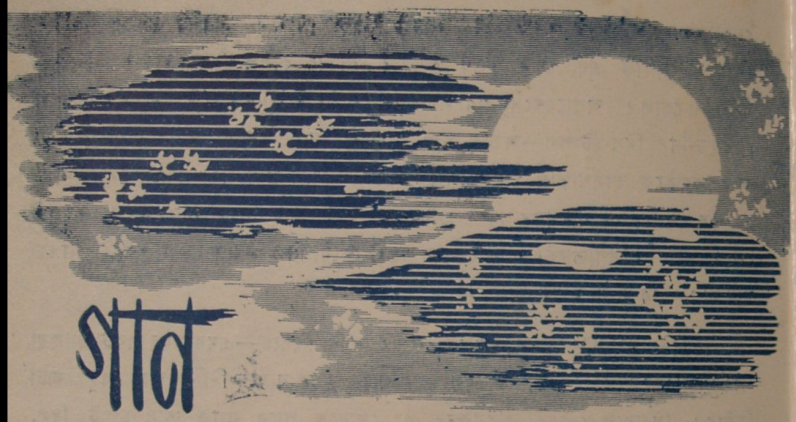

গান

(১)

রুম ঝুম ঝুম ও রুম ঝুম ঝুম
বাজে ছন্দ গীতি বাজে বাজেরে
সুরে সুরে হৃদয় নাচেরে
হালকা হাওয়ায় উড়ে যেতে দূরেরও ঐ আকাশে
আবেশ লাগে পুলক জাগে কাঁপে যে মন তিয়াসে।
মোরা চঞ্চল পায় আজ চলেছি কোথায়।
আশায় পরাণ বাঁচেরে দুঃখ কোথায় আছেরে
না বলা যত কথা বলিতে যে চাই—
জীবনের গান গেয়ে স্বপ্ন ভরাই—।
অচিন দেশের মেঘের ভেলায় যাব কি আজ যাব কি।
মনের মানুষ সেথায় খুঁজে পাব কিরে পাব কি।
এই উৎসব দিন মোরা শঙ্কা বিহীন
আশায় পরাণ বাঁচেরে, দুঃখ কোথায় আছেরে।

(২)

হো রামা
মধুর মুরলিয়া বাজাকে মোহন
হ্যরলিয়া ত্যন্ম্যন সারা হো
তু ব্যলধারী কৃষ্ণমুরারী
তেরা সবকো সাহারা হো।
রাম রামাইয়া কৃষ্ণ কানাইয়া
রামাহো শ্যামা হো।

রঙ্গ রঙ্গীলে নয়ন নচিলে
নখশীখমে ম্যছ ছায়া হো
সুন্দর ঢ্যব হায় বাকি ছ্যব হায়
প্যল প্যল রূপও স্যাওয়ায়া হো।
মনকি মোত জাগছে জাগমে
স্যবকি ইয়ে অভিলাসা হো
দুঃখীয়া দীন অধীন জানোক
পূরি করছে আশা হো।

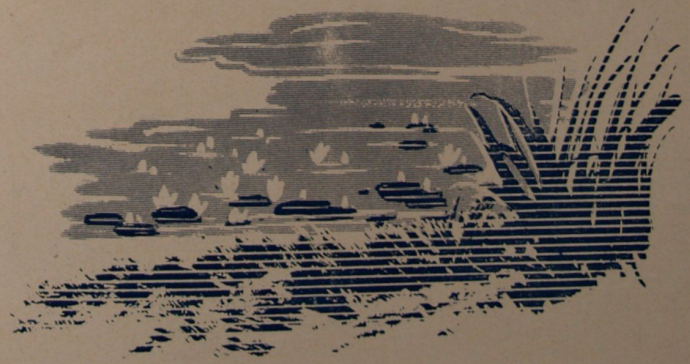

অনুশীলন প্রেস, ৫২ নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১৩ হইতে মুদ্রিত
প্রভা পিকচার্স, ৫৬ নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।